পিন্টুর মা ঃ মিনুর মায়ের কথায় সম্মত হয়ে বলল, ঠিকইতো মিনুর মা তুমি যা বল্‌ছ তা একেবারে যুক্তি সংগত কথা। যাই বাড়ীতে দেখি গিয়া পিন্টুর বাবাকে বুঝাতে পারি কিনা। জানিনা ঐ শক্ত মানুষটার মন গলাতে পারব কিনা।

মিনুর মা ঃ যাও দেখ গিয়ে কি বলে, আমারও দেরী হয়ে যাচ্ছে। সময় মত যাইতে না পারলে আবার হিসাব নিকাশ কিছুই শুনতে পাইব না।

পিন্টুর মা বাড়ীতে এসেই পিন্টুর বাবাকে ডেকে বলে এই যে শুনছ আমি না একটা মজার খবর নিয়ে এলাম। ব্যাপারটা সম্পূর্ন রূপে জেনেও আসলাম। কিভাবে কি করতে হবে তাও জেনে এলাম। তুমি বলো শুনবে আমার কথা? আমার সাথে একটু সহযোগিতা করবে? বল, বলনা।

পিন্টুর বাবা ঃ কি হয়েছে তোমার এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে যে? কোথায় কি দেখে এসেছো? বলো দেখি এবার। আমি তোমার কথা সবই শুনতে পাই। আমি তো আর কানে কম শুনিনা আমার কান পরিষ্কারই আছে।

পিন্টুর মা ঃ আজ জান কেন এত লোক দলে দলে উদয়নপুর যাচ্ছে? ওখানে আজ সমবায়ের বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। কত মানুষ যাচ্ছে। আমারও যাইতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু কেমনে যে যাই।

পিন্টুর বাবা ঃ কেন তোমার কি পা নেই? হাঁটতে পারনা? হাঁটতে না পারলে বলো একটা টম্ টম্ গাড়ী ভাড়া করে দিই। তবেই তাড়াতাড়ি যেতে পারবে।

পিন্টুর মা ঃ তুমি কি যে বল না, সব সময় তোমার টিটকারী ভাল লাগে না, ভাল কথা বললে তার উল্টাটা ভেবে একটা তীর মারা কথা তোমার চাইই চাই। মনটাই খারাপ করে দিলে। যতসব।

পিন্টুর বাবা ঃ কেন কি হল, তবে পরিষ্কার করে বলো কি করতে হবে।

পিন্টুর মা ঃ বলছিলাম কি .... তুমি যদি রাগ না কর তবে বলব। তোমাকে না ভীষণ ভয় করি।

পিন্টুর বাবা ঃ যা বলবে চট্ করে বলে ফেলো। আমার তো এত সময় নাই যে বসে বসে তোমার সাথে মধুর আলাপ করব। ক্ষেতে অনেক কাজ পরে আছে।

পিন্টুর মা ঃ থাক বাবা ভয় ডর রেখে বলেই ফেলি। আমাকে না ৫.০০ টাকা দিতে হবে।

পিন্টুর বাবা ঃ অবাক হয়ে বলল টাকা ....। টাকা দিয়ে কি হবে? ভাত খাইতে পাও না টাকা চাও যে? কি দরকার টাকা দিয়ে। বাজে খরচ করার জন্য আমি টাকা দিতে পারব না। অন্য কিছু যদি চাও তাহলে আমি দিতে পারি। কিন্তু টাকা চাইলে আমি দিব না।

পিন্টুর মা ঃ আমার জন্য কিছুর দরকার নেই। যেহেতু ৫.০০ টা টাকাই আমার বেশী দরকার ছিল, সেই টাকা দিয়ে আমি সমবায়ে একটা বই করব। এই কথা শুনে পিন্টুর বাবা রেগে গিয়ে যা-তা বলে পিন্টুর মাকে গালাগালি করতে লাগল।

পিন্টুর বাবা ঃ রাখ তোমার সমবায়। আমাদের সমবায় লাগবেনা। আমি নিজের টাকা মানুষের হাতে রাখব না। ব্যাংকে যথেষ্ট জায়গা আছে টাকা রাখার জন্য। আর আমাদেরতো জায়গা জমি ঘরদোয়ার খাওয়া দাওয়ার কোন অভাব নেই। তবে সমবায় দিয়ে আমাদের কি হবে? এরকম কয়েকটা সমবায় আমিই বানাইতে পারি। নিজেরটা খেয়ে পরের উপকারের দরকার নেই। যাও আমার সাথে মাঠে কাজ করতে যেতে হবে। লাউক্ষেতে পানি দিতে হবে। বাজে চিন্তা করে লাভ নেই। আমদের সোনার সংসার। খেঁটে খেলে কোন দিনই সমবায় লাগবে না। সমবায়ের কাছে আমি কোন দিনই হাত পাতব না।

পিন্টুর মা ঃ মনের দুঃখে মনে নিয়েই পিন্টুর বাবার সাথে মাঠে চলল লাউ ক্ষেতে পানি দেওয়ার জন্য। এবং চিন্তা করতে লাগল কেমনে সে একটা সমবায়ী বই বানাতে পারবে। হঠাৎ তার একটা খেয়াল আসল মাথায়। তার অনেক মুরগী আছে। প্রায় মাস ভরেই মুরগী ডিম দেয়। সে ডিম বিক্রি না করে সবই খেয়ে ফেলে।